ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 01 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩ ......

১৬৭ ভার্সিটি শিক্ষকের বিবৃতি

ট্রানজিট প্রদানের সিদ্ধান্ত এ দেশের বাজারকে ভারতীয় বাজারে পরিণত করবে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদভুক্ত ১৬৭ জন শিক্ষক গতকাল (শনিবার) এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, ট্রানজিট তথা করিডোর প্রদানের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের বাজারকে ভারতীয় বাজারে পরিণত করবে। এ দেশের বিকাশমান শিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ-ভুটান, বাংলাদেশ-চীন, বাংলাদেশ-পাকিস্তান ট্রানজিটের সব পথ রুদ্ধ করে দিয়ে ভারতের আগ্রাসী থাবার নীচে বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনীতিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এই ট্রানজিট চুক্তির ছিদ্র পথে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের দারুণ অবনতি হবে। তাই তারা জাতীয় স্বার্থে অবিলম্বে এই চুক্তি বাতিলের জোর দাবী জানান। তারা সমাজের সকল স্তরের জনগণকে এই চুক্তি বাতিলের লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

শিক্ষকগণ ট্রানজিট প্রদানের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের ভারত তোষণ নীতি ও নতজানু পররাষ্ট্র নীতির স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতকে করিডোর প্রদানেরই শামিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একের পর এক জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক তথাকথিত শান্তিচুক্তি, গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি এর কোনটাতেই বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষিত হয়নি। এই চুক্তিগুলো সম্পাদনের আগে জনমতের কোন তোয়াক্কা না করে এমনকি জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, প্রফেসর জসীমউদ্দিন আহমদ, প্রফেসর এম আবদুল কাদের ভুঁইয়া, প্রফেসর ডঃ খলিলুর রহমান,

১৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

১৬৭ ভার্সিটি শিক্ষক

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রফেসর আবু সাঈদ খান, প্রফেসর মফিজউদ্দিন আহমদ, প্রফেসর আ, ফ, ম, ইউসুফ হায়দার, প্রফেসর মোঃ ইমাম উদ্দিন, প্রফেসর আবদুল আওয়াল, প্রফেসর মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর আবুল কালাম, প্রফেসর সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী, প্রফেসর মোঃ তৌহিদুল আনোয়ার, প্রফেসর হাসানুজ্জামান চৌধুরী, প্রফেসর মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর এম এ হালিম, প্রফেসর এম এ ফারুক, প্রফেসর এন আই খান, প্রফেসর এম বদিউল আলম, প্রফেসর